নবসাক্ষর সাহিত্যমালা

হরেন মণ্ডলের 'লাইবেরি'

রমণলাল বি. দেশাই

রূপান্তর

সুষমা মেড়

অনুবাদ

দীপক কর্মকার

ছবি

সন্তোষ গুপ্তা

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া

ISBN 81-237-2311-3

প্রথম প্রকাশ : 1998 (শক 1919)

দ্বিতীয় মুদ্রণ : 2000 (শক 1922)

Lala Patel Ki 'Layberi' *(Bangla)*

মূল্য : ৪.00 টাকা

নির্দেশক, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, এ-5 গ্রীন পার্ক
নয়াদিল্লি-110016 কর্তৃক প্রকাশিত

হরেন মণ্ডলের গাঁ

অনেকদিন আগেকার কথা। তখন ইংরেজ ভারতবর্ষ শাসন করছে। দেশজুড়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের হাওয়া। প্রতিটি গাঁয়ে গান্ধীজির বাণী ছড়িয়ে পড়ছে। গাঁয়ের মানুষের জীবনযাত্রা বদলাতে শুরু করেছে।

হরেন মণ্ডলের গাঁ হাবড়াতে। সেখানে বিদ্যুতের আলো এসে গেছে। নতুন রাস্তা তৈরি হচ্ছে। চাষীরা মাঠে নতুন নতুন বীজ বুনছে। উন্নত সারের ব্যবহার শিখছে।

কিছুদিন হলো গাঁয়ে সরকারি অফিস খুলেছে। অফিসে কাজ করতে হলে লেখাপড়া জানা দরকার। গাঁয়ের খুব কম লোকই লেখাপড়া জানে। গাঁয়ে এতদিন একটামাত্র পাঠশালা ছিল। এখন একটা স্কুল খুলেছে। ছোট বড় ছেলেরা সেখানে পড়তে যায়। মেয়েদের সংখ্যা খুবই কম। গাঁয়ের বেশিরভাগ বুড়ো, বয়স্ক এবং আধা-বয়স্ক লোক লেখাপড়া জানে না। বুড়িরাও কেউ লিখতে পড়তে জানে না। বাড়ির আর ক্ষেতের কাজ করতেই তাদের দিন ফুরিয়ে যায়। ছোট মেয়েরা ঘরের কাজে মাকে সাহায্য করে।

হরেন মণ্ডল গাঁয়ের একজন বয়স্ক মানুষ। সকলে সব কাজে তার পরামর্শ নেয়। অনেক বছর সে এ গাঁয়ের মোড়ল ছিল। এখন ওসব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়েছে। আগে গাঁয়ের যে কোন কাজ নিজেদের মধ্যে শলা-পরামর্শ করে হত। সকলের কথা মোড়লমশাই আর পঞ্চায়েত প্রধান মন দিয়ে শুনত। নাটমন্দিরের সামনে সভা বসত। আলোচনা হত। সমস্যার সমাধান হত।

হরেন মণ্ডল লেখাপড়া জানত না, তাই সরকারি অফিসে চাকরির সুযোগ পায়নি। সরকারি অফিসাররা শহর থেকে আসত। গাঁয়ের লোকের উপর ইংরেজিতে মাতব্বরী করত। লেখাপড়া না জানার জন্য তাদের নিয়ে হাসি ঠাট্টা করত।

একদিন হরেন মণ্ডলের মনে হল, সরকারি বাবুরা চেয়ারে বসে লাটসাহেবি চাল দেখায়। আমাদের গাঁইয়া মনে করে ।

চাষবাস করা কি খুব সহজ কাজ? তাতেও যথেষ্ট বুদ্ধি লাগে। চাষীরা জমি তৈরি করে। ধান ফলায়। পশুদের দেখাশুনা করে। আর এই সরকারি বাবুরা! নিজেদের পণ্ডিত, সবজান্তা মনে করে। আমার জমি জায়গা আছে। আমি চাষ-বাস করবো। এ বয়সে লেখা-পড়া করা আমার দ্বারা হবে না।

এসব কথা ভেবে হরেন মণ্ডল চাযবাসে মন দিল। গাঁয়ে নতুন মোড়ল হয়েছে। তবু হরেন মণ্ডলের উপর লোকের ভরসা। ওর পরামর্শ ছাড়া গাঁয়ে কোন কাজই হয় না।

কয়েকদিন ধরে গাঁয়ে বেশ হৈ -চৈ শুরু হয়েছে। আজ নাটমন্দিরের সামনে খুব ভিড় জমেছে। সরকারি নোটিশ এসেছে। গাঁয়ে 'লাইবেরি' হবে। সকলে খুব চিন্তায় পড়ল। হরেন মণ্ডলের সঙ্গে কথা বলতে হবে।



ওর পরামর্শ চাই। সকলে মিলে সরকারি বাবুকে বলল, 'বাবুসাহেব, আপনি একটা মিটিং ডাকুন। হরেন মণ্ডলকেও সেখানে ডাকুন। মিটিং-এ এটা আলোচনা হবে। তারপর সবকিছু ঠিক হবে।'

সাহেব সকলের কথা মেনে নিল। হরেন মণ্ডলকে ডাকতে একজন লোক পাঠানো হল।

হরেন মণ্ডলের পরামর্শ

হরেন মণ্ডল সবেমাত্র মাঠ থেকে ফিরেছে। এমন সময় একটা লোক দৌড়োতে দৌড়োতে এসে বলল, 'হরেনদা, তাড়াতাড়ি চল। তোমাকে সাহেব এখনই ডাকছে।'

হরেন মণ্ডল জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার রে! আমাকে ডাকছে কেন? তোদের সাহেব তো কানে কলম গুঁজে শুধু হুকুম চালায়। হালটাল চালাতে জানে কি?'

কথাটা শুনে লোকটি হেসে ফেলল। বলল, 'কি যে বল হরেনদা! মাঠে হালই যদি চালাবে, তবে এত লেখাপড়া শিখে সাহেব হল কি জন্য?'

ইতিমধ্যে মোড়ল মশাইও হাজির। হরেন মণ্ডল যেতে চাইছিল না। সে লেখাপড়া জানে না। অশিক্ষিত। সাহেবের সামনে কেমন যেন অস্বস্তি হয়। অফিসারদের চ্যাটাং-চ্যাটাং কথা ওর একদম শুনতে ভাল লাগে না। সে মোড়ল মশাইকে বলল, 'রোজ রোজ নতুন সাহেব আসবে। একজন বলবেন 'কোয়াপটির সোসাটি' খুলতে হবে। আর একজন বলবে বিলিতি লাঙল চালাতে হবে। রোজ নতুন নতুন কাগজ আসবে। নতুন 'অডার' আসবে। 'নোটিশ বোডে' রোজ নতুন নোটিশ টাঙাবে। তাতে লিখবে, নোটিশ পড়ো আর সেই মতো কাজ করো। সত্যি বলতে কি আমি তো তিতি বিরক্ত। গাঁয়ে এরকম সরকারি খবরদারি আমার ভাল মনে হচ্ছে না।'

মোড়ল মশাই 'লাইবেরি' সম্বন্ধে যে সরকারি নোটিশ এসেছে তার

কথা বলল। আরও বলল, 'গাঁয়ের লোক আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে চায়। আপনার মতামত চায়। এজন্য মিটিং ডাকা হয়েছে। সেখানে আপনার যাওয়া খুবই দরকার।'

হরেন মণ্ডল মিটিং-এ গেল। কিন্তু ওর মনে একটা চিন্তা লেগে রইল। গাঁয়ের প্রায় সব লোকই চাষী। তাদের ছেলেরা চাষের কাজে সাহায্য করে। মেয়েরা ঘরের কাজ করে। বাবা-মার কাছে ছেলে মেয়েরা আদব-কায়দা শেখে। গুরুজনদের সম্মান করে। হরেন মণ্ডলের ভয় হচ্ছিল যে, 'লাইবেরি' খুললে ছেলেরা সব চাষবাস ছেড়ে দেবে। ঘরের কাজে মেয়েদের মন বসবে না। বড় বড় ছেলেমেয়েরা সব লাইবেরিতে যাবে। পাশাপাশি একসঙ্গে বসবে। বই পড়বে। পুঁথি পড়া পণ্ডিত হবে। নিজের মতে সবকিছু করবে। নিজের ইচ্ছামতো চলতে শিখবে। বাপ-মাকে অশিক্ষিত, গাঁইয়া মনে করে ঘৃণা করবে ...

হরেন মণ্ডল যখন মনে মনে এসব কথা ভাবছে, তখন নাটমন্দিরের সামনে আলোচনা শুরু হল। গাঁয়ের সব মানুষ-ই চায়—'লাইবেরি' হোক। ছেলেমেয়েরাও চাইছে—এগাঁয়ে একটা 'লাইবেরি' খুলুক। হরেন মণ্ডল সকলের কথা মন দিয়ে শুনল। তারপর সাহেবকে বলল, 'বাবু সাহেব, গাঁয়ের সকলেই যখন চাইছে, তখন আর আমি কি বলব! 'লাইবেরি' হোক। আমার মত আছে।'

সাহেবের মুখ খুশিতে ভরে উঠল। হরেন মণ্ডল রাজি হওয়াতে উপস্থিত সকলেই খুশি। কথা পাকা হয়ে গেল। এ গাঁয়ে 'লাইবেরি' হবে। সরকারি সাহেব কাগজ পত্রে পঞ্চায়েত সদস্যদের সই-সাবুদ করে নিল। কেউ বুড়ো আঙুলের ছাপ দিল। কেউ নাম সই করল। 'লাইবেরি' তৈরির কাজ শুরু হয়ে গেল।



'লাইবেরি' তৈরি হলো

গাঁয়ের একটা একতলা বাড়িতে 'লাইব্রেরি' খোলা হলো, ইংরেজি নাম 'লাইব্রেরি'। বাংলায় পাঠাগার বা গ্রন্থাগার। লোকের মুখে 'লাইব্রেরি', 'লাইবেরি হয়ে গেল।

মোড়ল মশাই সকলকে ডেকে 'লাইবেরি'র কথা বলেছে। লাইবেরিতে অনেক বই থাকবে। নানা বিষয়ে—নানান বই। খবরের কাগজও থাকবে। গাঁয়ের মানুষ সেখানে এসে কাগজ পড়তে পারবে। বই পড়তে পারবে। গ্রন্থাগারে যে বাবু থাকে তাকে গ্রন্থাগারিক বলে। কিন্তু গাঁয়ের লোকের কাছে শব্দটা বেশ শক্ত। তাই তারা নিজেদের মতো করে নাম দিয়েছে। গ্রন্থাগারকে 'লাইবেরী' আর গ্রন্থাগারিককে 'লাইবেরি বাবু'। 'লাইবেরি বাবু'র নাম কেশব দাস।

কিছুদিনের মধ্যে 'লাইবেরি' তৈরি হয়ে গেল। দরজার উপর লেখা হলো—'পুস্তকালয়'। একটা ঘরে বই-এর তাক আর আলমারি রাখা হয়েছে। তাতে বই সাজানো আছে। প্রতিটি বই-এ নম্বর দেওয়া হয়েছে। সরকারি সিল্ মারা হয়েছে।

'লাইবেরি'তে বসার জন্য বেঞ্চ আনা হয়েছে। 'লাইবেরি বাবু'র জন্য ঘরের এক কোনে চেয়ার টেবিল রাখা হয়েছে। ঘরের দেওয়ালে মহাপুরুষদের ছবি টাঙানো হয়েছে। দুটো মানচিত্রও টাঙানো হয়েছে। একটা ভারতবর্ষের। অন্যটা পৃথিবীর সব দেশের। লাইবেরির সামনে একটা ছোট ফুলের বাগান। রাতে 'লাইবেরি' দেখাশুনার জন্য গাঁয়ের একজনকে দারোয়ান হিসেবে রাখা হয়েছে।

লাইব্রেরির খুব কাছাকাছি কেশব দাসের বাড়ি। আসা যাওয়ার পথে গাঁয়ের মানুষদের সঙ্গে কেশব দাসের ভাব আলাপ হয়েছে। কেশব দাস তাদের সকলকে 'লাইব্রেরি'র কথা বলেছে।

ছোট-বড় সকলকেই সে বলে—'আপনারা সকলেই 'লাইব্রেরিতে আসুন। ভাল লাগবে। পড়তে না জানলে আমি আপনাদের পড়ে শোনাব। সারা দুনিয়ার খবর জানতে পারবেন।' কেশব দাসের কথা সকলের খুব ভাল লাগল। ধীরে ধীরে ছেলে-বুড়ো সকলেই লাইব্রেরিতে আসতে লাগল।

হরেন মণ্ডলের সঙ্গেও কেশব দাসের দেখা হয়। কথাবার্তা হয়। তারপর একদিন নিজেদের অজান্তেই দুজনে দুজনের বন্ধু হয়ে গেল। কোন কোন দিন হরেন মণ্ডল নিজেই 'লাইব্রেরি'তে আসে।

'লাইব্রেরি' সকলের মেলামেশার জায়গা হয়ে দাঁড়াল। একজন আর একজনকে খবর শোনাত। একজন পড়ত, অন্যরা শুনত। মাঝে মধ্যে গল্প-সল্পও হতো। লেখাপড়া যারা জানে না, তারা ছবি দেখে মজা পেত। তাদের মধ্যে আবার কেউ কেউ লেখা পড়া শেখার ইচ্ছে দেখাত। কেশব দাস তাদের সকলকে যতটা পারত সাহায্য করত।

বেশি বয়সে লেখাপড়া শিখতে এসেছে বলে এ ওর পিছনে লাগত। হাসি ঠাট্টা করত। হরেন মণ্ডলও এই লেখা-পড়া শেখা, আর শেখানোর খেলায় যোগ দিলো।

'লাইবেরি'র আনন্দ

'লাইবেরি' প্রতিদিন পাঁচটায় বন্ধ হয়। পাঁচটা বাজলেই লাইবেরিবাবু চেঁচিয়ে ওঠেন—'সময় হয়ে গেছে। এবার লাইবেরি বন্ধ করবো। বই-পত্তর জায়গামত ঠিক্-ঠাক্ রেখে দিন।' সঙ্গে সঙ্গে কারো গলা শোনা গেল—'ব্যাস আর দু-মিনিট কেশব দাদা! এটুকু শেষ করে নিই!' কেউ বলে—'রাম কাকাকে গান্ধীজির জীবনটা পড়ে শোনাচ্ছি। আর একটু বাকি আছে। এক মিনিট দাঁড়ান কেশব বাবু!'

গাঁয়ের সকলে রোজ 'লাইবেরি' আসতে শুরু করল। কেউ লিখতে, কেউ পড়তে, কেউ বা কোন বিষয়ে আলোচনা করতে। কেউ কেউ আবার সঙ্গে করে শ্লেট-পেনসিল নিয়ে আসে। হরেন মণ্ডলও রোজ আসে। আজ তার দেরী হয়ে গেছে। হাঁফাতে হাঁফাতে 'লাইবেরি'তে ঢুকল। একটি ছেলে জিজ্ঞাসা করল—'হরেন কাকা, আজ আপনার এত দেরী হলো যে!'

হরেন মণ্ডল বলল, 'কি আর বলবো নকুল! গরুটা আজ ভীষণ ক্ষেপে গেছিল। খুব ছুটিয়েছে। হয়রান করেছে। অনেক কষ্টে বশে আনতে পেরেছি। এই ছোটাছুটিতেই দেরি হয়ে গেল। যাক্ সে। এবার বল, আজকের টাট্‌কা খবর কি?'

ঘরের এক কোনায় বসে কয়েকটি ছেলে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিল—হরেন কাকা তো আগে 'লাইবেরি' হওয়ার বিরুদ্ধে ছিল। এখন দেখছি খুব উৎসাহী! রোজ আসছে। কেশবদার কাছে লেখা-পড়াও শিখছে!



একটা ছেলে উঠে হরেন মণ্ডলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বলল, 'কাকা, আপনি তো বলতেন সরকারী নোটিশ আসে, আসুক গে। আমাদের কোন 'লাইবেরি'র দরকার নেই। ও সব হলে গাঁয়ের ছেলে-মেয়েরা সব বিগড়ে যাবে। এখন তো দেখছি, আপনি নিজেই রোজ আসছেন। 'লাইবেরি'র খুব গুণগান করছেন।'

ছেলেটির কথা শুনে হরেন মণ্ডল হেসে উঠল। বলল, 'আরে না-না, আমি তো কেশববাবুর কথামতো এখানে আসি। নাটমন্দিরে বসে বিড়ি ফোঁকার চেয়ে তো এখানে আসা ভাল! এখানে এসে কেশববাবুর কাছে সারা দুনিয়ার কথা জানতে পারি। নানা ধরণের গল্প হয়।'

কেশববাবু এতক্ষণ হরেন মণ্ডলের সবকথা শুনছিল। সে এবার মুচকি হেসে বলল—'হরেনবাবু, আমি কিন্তু আপনাকে গল্প বলি না। খবরের কাগজে লেখা ঘটনা শোনাই। নিজে পড়তে শিখুন। দেখবেন, আমার কথা গল্প বলে মনে হবে না।'

কথাটা শুনে সকলে হো হো করে হেসে উঠল। হরেন মণ্ডল একটু গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, 'লাইবেরি বাবু, এই বয়সে কি আর লেখাপড়া শেখা যায়? আপনি কষ্ট করে শেখান, তাই এই বুড়োর কিছুটা সময় কেটে যায়।'

কেশববাবু বলল, 'লেখাপড়া শেখার কোন বয়স নেই হরেনবাবু। মন দিয়ে শিখুন। কিছুদিনের মধ্যে আপনিও খবরের কাগজ পড়তে পারবেন। সহজ-সরল বইগুলো পড়তে পারবেন। নিজের নাম সই করতে তো শিখেই গেছেন!'

হরেন মণ্ডল খুব মনযোগ দিয়ে লেখাপড়া শিখতে লাগল। ওকে দেখে গাঁয়ের বুড়ো, আধাবুড়োরাও আসতে শুরু করল। সকলেই লেখাপড়া শিখতে চায়।

কেশববাবু ওদের সকলের জন্য একটা কাঠের বোর্ডে কালো রঙ ক'রে 'ব্লাক বোর্ড' তৈরি করল। সেটার উপর লিখতে শুরু করল। যারা পড়তে আসত তাদের সকলের নাম ওতে লিখত। ব্লাক বোর্ডে নিজেদের

নাম লেখা দেখে ওরা খুব আনন্দ পেতো।

একদিন কেশববাবু একজন নেতার বক্তৃতা পড়ে শোনাচ্ছিল। হরেন মণ্ডল তাকে মাঝ পথে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'কেশববাবু, ঐ নেতার বক্তৃতা আর পড়তে হবে না। আপনি গান্ধীজির সহজ সরল কথাগুলো আমাদের পড়ে শোনান।

একটি ছেলে হরেন মণ্ডলের কথা শুনে বলল, 'মণ্ডল কাকা, গান্ধীজি এখন জেলে আছেন। এ সময়ে ওর নাম করলে বিপদ হতে পারে। ইংরেজ সরকার জানতে পারলে আমাদের সকলকে জেলে পুরে দিতে পারে।'

কথাটা শুনে হরেন মণ্ডল অবাক হলো! বলল, 'এতে বিপদের কি আছে! গান্ধীজি ঠিক কথাই তো বলেছেন। কঠোর পরিশ্রম করো—নিজের কাপড় নিজেই তৈরি করো—উঁচুজাত-নীচুজাত ভাবনা হটাও। মদ খাওয়া ছাড়ো। এইসব কথা বলে, খারাপ কি করেছে? সরকার বাহাদুর ওকে কেনই বা বন্দী করে রেখেছে?'

এবার অন্য একটি ছেলে বলল, 'মণ্ডল কাকা, গান্ধীজী স্বাধীনতা চাইছে। ইংরেজকে সে বলেছে—তোমরা বিদেশি। নিজের দেশে ফিরে যাও। এটা আমাদের দেশ। আমরা স্বাধীনতা চাই। স্বাধীনভাবে বাঁচাতে চাই।'

কথাগুলো শুনে হরেন মণ্ডল বলল, 'ঠিক কথাই তো বলেছে। আমরা নিজের দেশে গোলাম হয়ে থাকব কেন? নাও, ঠিক করে পড়ে শোনাও, স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা আর কি লিখেছে।'

ওঁর কথা শুনে কেশববাবু বললেন, 'হরেনবাবু, এখন তো আপনি নিজেই পড়তে পারেন। আজকে আপনি পড়ুন। আমরা সকলে শুনি।'

হরেন মণ্ডল পড়ার চেষ্টা করল। পড়তে পড়তে বাচ্চাদের মত বারবার আটকে গেল। তাই দেখে সকলে হেসেই খুন। হরেন মণ্ডলও ওদের সঙ্গে হেসে উঠল। একে একে অন্য দু-চারজনও পডার চেষ্টা করল। তারপর নিজেদের ভুলগুলো বুঝতে পেরে সকলে একসঙ্গে হো-হো করে হেসে উঠল।

'লাইবেরি'র খবর

'লাইবেরি'তে পাঠকের সংখ্যা বাড়তে লাগল। মেয়েরাও আসতে আরম্ভ করল। 'লাইবেরি'র এক জায়গায় ছোটদের জন্য বই রাখা হয়েছে। মা, কখনো বা দিদির সঙ্গে ওরা আসত। একদিন ওদের মা-দিদিরা কেশববাবুকে বলল, 'কেশবদাদা, আমরাও লেখাপড়া শিখব। খবরের কাগজ পড়বো। বই পড়বো। আমাদের আপনি শিখিয়ে দেবেন?'

কেশববাবুর কাজ খুব বেড়ে গেল। সে গাঁয়ের সকলকে সাক্ষর করতে চায়। 'লাইবেরি' করার এটাই উদ্দেশ্য। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সে বর্ণ-পরিচয় পড়ায়। কারো কারোকে আবার সহজ-সরল হিতোপদেশের বই পড়ায়। সকলকে বলে, 'মন দিয়ে পড়ো। বোঝার চেষ্টা করো। আর ভালভাবে শেখো।'

'লাইবেরি'তে নানা বিষয়ে আলোচনা শুরু হলো। সকলেই নিজের নিজের কথা বলতো। কখনো চাষের নতুন কোন পদ্ধতি নিয়ে কথা হতো। কখনো বা রেলগাড়ি নিয়ে। কেশববাবু বিদেশের খবর শোনাত। খবরের কাগজে ছাপা সিনেমার ছবি দেখাত। সে বিষয়ে আলোচনা করত।

ক্রমশঃ বইয়ের চাহিদা বাড়তে লাগল। ছোট ছেলেমেয়েরা এসে নানা ফরমাস করত। কেউ পরীদের বই চাইত। কেউ বা আকবর-বীরবলের। কেউ ছবিওয়ালা বই চাইত। কেউ বলতো—'এগুলো বড় শক্ত বই। কেশবদাদা, আমাদের জন্য আরও সহজ বই এনে দাও।'

একদিন এক ছুতোর মিস্ত্রি 'লাইবেরি'তে এল। সে শুনেছে কাঠ



কাটার জন্য একটা নতুন মেশিন বেরিয়েছে। কারেন্টে চলে। এ বিষয়ে কোন বই এখানে আছে কি না, কেশববাবুর কাছে সে জানতে চাইল।

কেশববাবু বইটা আলমারি থেকে বার করে ওর হাতে দিল। বলল, 'এখানে বসে দেখো। এতে ছবি দিয়ে সব কিছু বুঝিয়েছে। তারপর বলল, 'তুমিও এখানে রোজ আসতে পারো। লেখাপড়া শিখতে পারো। কাঠের নানাধরনের জিনিস কিভাবে তৈরি করে তা জানতে পারবে। ঠিকমত মাপ-ঝোপ শিখতে পারবে।'

কেশববাবুর কথা মিস্ত্রির খুব ভাল লাগল, সে মনে মনে ঠিক করল এবার থেকে সেও রোজ 'লাইবেরি'তে আসবে।

কেশববাবু লেখাপড়ার ব্যাপারে সকলকে সাহায্য করতে লাগল। উৎসাহ দিতে লাগল। দেখতে দেখতে 'লাইবেরি'র বয়স দু-বছর পূর্ণ হলো। গাঁয়ের সকলে বলল, আমরা 'লাইবেরি'র জন্মদিন পালন করবো। খুব ধুমধাম করে উৎসব হবে।

কেশববাবু কয়েকটা ছেলেকে ডাকল। ওদের একটা নাটকের বই দিয়ে বলল, 'এটা পড়ো। 'লাইবেরি'র জন্মদিনে এই নাটকটা করতে হবে। রাম তুমি একলব্যের পার্ট-টা করবে। খুব দুষ্টুমি করো। সকলকে নকল করো। তুমি অভিনয় ভালই করতে পারবে।'

তারপর আর কি! রাম ওর বন্ধুদের ডেকে এক জায়গায় জড়ো করল। নাটকের রিহার্সাল শুরু হলো। উৎসবের দিন নাটকটা মঞ্চে পেশ করা হলো। গাঁয়ের সব লোক অধীর আগ্রহে দেখল। খুশিতে তাদের মনভরে গেল।

সব কিছু বদলালো, হরেন মণ্ডলও বদলে গেল

হরেন মণ্ডলের ভয় শেষটায় ভুল প্রমাণিত হলো। 'লাইবেরি' গাঁয়ের মানুষকে নতুন জীবন দিল। সকলের চোখে মুখে আশার আলো দেখা দিল। ছেলেরা আগের মতই চাষের কাজ করত। আবার স্কুলেও যেত। তারই মধ্যে সময় করে 'লাইবেরি'তে আসত। ওদের দু-চোখে ছিল স্বাধীনতার স্বপ্ন।

হরেন মণ্ডল নিজের জীবনের কথা চিন্তা করতে লাগল। সে যখন ছোট ছিল, তখন গাঁয়ে ইলেকট্রিক আলো ছিল না। সময় খুব তাড়াতাড়ি বদলে যাচ্ছে। হরেন মণ্ডলের পত্নী অনেকদিন আগে মারা গেছে। আজ তার কথা বেশী করে মনে পড়ছে। বেঁচে থাকলে সে-ও আজ গাঁয়ের অন্য বৌদের মত নতুন উৎসাহে নানা কাজে এগিয়ে আসত। হরেন মণ্ডলের একটি মাত্র মেয়ে। সে বছর চারেক পাঠশালায় পড়েছে।

হরেন মণ্ডল একদিন তাকে ডেকে বলল—'পার্বতী মা, কদিন ধরে একটা কথা ভাবছি। '

'কি কথা বাবা—পার্বতী বলল। '

হরেন মণ্ডল বলল—'কেশববাবু বলছিল, গাঁয়ের অনেক মেয়ে-বৌ নাকি লেখাপড়া শিখতে চায়। দিনের বেলায় ঘরের কাজ থাকে। ওদের সময় হয় না। আবার 'লাইবেরি' বিকেল পাঁচটায় বন্ধ হয়ে যায়। তাই ভাবছি, আমাদের বাড়িতেই একটা রাতের ইসকুল খুলবো। গাঁয়ের কিছু লেখাপড়া জানা ছেলে পড়াতে রাজি হয়েছে। তোর কি মত মা?'

কথাটা পার্বতীর খুব পছন্দ হলো। সে বলল, 'তার মানে, বাড়িতে



তুমি একটা 'নাইট্-ইসকুল' করতে চাও, এই তো! এটা তো খুব ভাল কথা, বাবা।'

পরের দিন সে নিজে গাঁয়ের সকলকে 'নাইট্-ইস্কুলে'র কথা বলে এল। কথাটা শুনে কেশববাবুর আনন্দ আর ধরে না।

এতে গাঁয়ের মেয়েদের লেখাপড়া শেখার খুব সুবিধা হলো। হরেন মণ্ডলের বাড়ি আলোয় ঝলমল করে উঠল।

গাঁয়ের পরিবেশও বদলে গেল। গাঁয়ের মানুষ ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাতে লাগল। চরকায় সুতো কাটা শুরু হলো। মাঠে-ঘাটে দেশের স্বাধীনতা নিয়ে আলোচনা হতে লাগল।

'লাইবেরি'তে সব রকমের মানুষ আসে। হরেন মণ্ডল, রহমত ভাই, মরিয়ম কাকী ..... সকলেই আসে। একসঙ্গে বসে খবর পড়ে। দেশ-বিদেশের খবর নিয়ে আলোচনা করে। আর দেশ স্বাধীন হওয়ার স্বপ্ন দেখে।

গাঁয়ের মোড়ল মশাইও খুব খুশি। একদিন সে হরেন মণ্ডলের সঙ্গে দেখা করতে এল। বলল, 'হরেনদা, এবার কালীপুজোর পর পুকুরটা কাটাতে হবে। গাঁয়ে জলের খুব কষ্ট। এ বছরে কাজটা সেরে ফেলতে হবে। আপনার মনে আছে তো? সকলকে বলে কয়ে রাজি করাতে হবে।'

কথাটা শুনে হরেন মণ্ডল বলল, 'দেখো মজা, গাঁয়ের মোড়ল তুমি। আর আমাকে শোনাচ্ছ এসব কথা! যাক্ গে, সকলকে খবর দাও। এক জায়গায় জড়ো হতে বল। গাঁয়ের ছেলে-বুড়ো, মেয়ে-বৌ সবাইকে সামিল হতে হবে। প্রত্যেকে একবার করে কোদাল চালালেই পুকুর কাটা হয়ে যাবে। মোড়ল মশাই, তুমি 'লাইবেরি'তে খবর দাও। নোটিশ বোর্ডে লিখিয়ে দাও। আমি 'নাইট্ ইস্কুলে' সবাইকে বলে দেবো।'

এইভাবে গাঁয়ের সমস্যার সমাধান হতে লাগল। সবকিছু সুন্দরভাবে চলতে লাগল।

হঠাৎ একদিন

হঠাৎ একদিন একটা ঘটনা ঘটল।

কেশববাবুকে খুব মনমরা মনে হলো। চোখে মুখে চিন্তার ছাপ। একেবারে চুপচাপ।

হরেন মণ্ডলের সন্দেহ হলো। নিশ্চয় কিছু হয়েছে, কেশববাবুকে সে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে বলুন তো! আপনাকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছে?'

কেশববাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'আজ খুব মন খারাপ, হরেনবাবু। 'লাইবেরি' ছেড়ে আমাকে চলে যেতে হবে। এই গাঁ ছেড়ে চলে যেতে হবে।'

হরেন মণ্ডল কথাটা শুনে চমকে উঠল। বলল, 'তা কি করে হবে! আপনি কি তা হলে আমাদের ওপর রাগ করে চলে যাচ্ছেন?'

কেশববাবু বলল, 'না-না হরেন বাবু, ও সব কিছু নয়। সরকারি আদেশ! আমার আর চাকরি নেই। আমাকে বরখাস্ত করেছে। '

হরেন মণ্ডল অবাক হলো। সে কেশববাবুকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করল। কেশববাবু বলল, 'আমাদের গাঁয়ের কিছু ছেলে ধরা পড়েছে। তারা বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছে, সরকার আমাকে সন্দেহ করছে। পুলিশ রিপোর্ট দিয়েছে, আমি নাকি ওদের উস্‌কানি দিয়েছি। সরকারের বিরুদ্ধে লড়ছি।'

হরেন মণ্ডল খুব চিন্তায় পড়ল। কষ্টও হলো। বলল, 'কেশববাবু, আমি পুলিশের সঙ্গে কথা বলব। ওদের সব কথা বুঝিয়ে বলব। বলবো

যে, গাঁয়ের লোক আপনাকে যেতে দিতে চায় না।'

কথাটা শুনে 'লাইবেরিবাবু' বলল, 'এখন আর কিছু করার নেই, হরেনবাবু। আজকাল সরকার যাকে সন্দেহ করে তাকে হাজতে পুরে দেয়। আমাকে কেবল চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছে। এখন হাজতেও পাঠাতে পারে।'

হরেন মণ্ডল বলল, 'না না কেশববাবু, আমাদের জন্য আপনার হাজতবাস হবে, এ আমরা কিছুতেই হতে দেবো না।'

কেশববাবু এবার ধরা গলায় বলল, 'হরেনবাবু, অনেক বছর চাকরি করলাম। আর নয়। এবার নিজের গাঁয়ে ফিরে যাবো। আপনাদের অনেক ধন্যবাদ। আপনাদের কাছে অনেককিছু শিখলাম। আপনি পাথুরে জমিতে সবুজের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন। ধানের ফলন দ্বিগুণ করেছেন। গাঁয়ে আমার কিছু জমি আছে। সেটাকে চাষের উপযোগী করে তুলবো। আপনার মত তাতে ফসল ফলাবো।

গান্ধীজি দেশ স্বাধীন করার জন্য লড়াই করছেন। আমাদের সকলকে সে লড়াই-এ সামিল হতে হবে।

হরেন মণ্ডল একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'কেমন লড়াই কেশববাবু! না ঢাল না তরোয়াল! এক ফোঁটা রক্তও ঝরল না। তবু লড়াই! এ কেমন লড়াই কেশববাবু?'

সারা গাঁয়ে রটে গেল

কেশববাবুর গাঁ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। কয়েকজন যুবক মোড়ল মশাই-এর সঙ্গে 'লাইবেরি' এসে পৌঁছাল। তাদের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে বলল, 'কেশবদা আমরা তোমাকে যেতে দেবো না। তুমি চলে গেলে আমাদের 'লাইবেরি'র কি হবে? 'লাইবেরি' চালাবে কে? একজন মাঝ বয়সী লোক বলল—কেশববাবু, আপনি আমাদের হাতে খড়ি দিয়েছেন। লিখতে পড়তে শিখিয়েছেন। আর এখন সব কিছু ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে চলে যাবেন? হরেনদা, তুমি কেশববাবুকে যেতে বারণ করো। তোমার কথা উনি ফেলতে পারবেন না।'

কেশববাবু আসল ঘটনাটা সকলকে বুঝিয়ে বলল। যেতে তাকে হবেই। সরকারি হুকুম যে! তারপর আস্তে আস্তে ওদের দিকে চেয়ে বলল, 'আপনাদের কাছে আমি অনেক কিছু শিখেছি। 'ভূমি-বন্দনা' শিখেছি। 'লাইবেরি'তে এসে আপনারা 'সরস্বতী-বন্দনা' করেন। মাঠে করেন 'ভূমি-বন্দনা'। ফসল ফলান। আবার লেখাপড়াও শেখেন। হরেনবাবুর কাছে চাষ-আবাদ করার পদ্ধতি শিখেছি। এবার আমি একজন প্রকৃত কৃষক হতে চাই। মনের আনন্দে মাঠে ফসল ফলাবো। আপনারা আমাকে খুশিমনে বিদায় দিন...' বলতে বলতে তার গলা ধরে এল। দু-চোখ জলে ভরে গেল। উপস্থিত সকলের চোখও ছলছল করে উঠল।

গাঁ ছাড়ার আগে কেশববাবু হরেন মণ্ডলকে বলল, 'হরেনবাবু, 'লাইবেরি' নিয়ে আমার ভীষণ চিন্তা হচ্ছে। সকলে মিলে এটাকে গড়ে

তুলেছি। ধীরে ধীরে এটা গাঁয়ের প্রাণ কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। এখন এটাকে চালাবে কে? সরকার বোধহয় দরজায় তালা ঝুলিয়ে দেবে।'

কথাটা শুনে সকলেই খুব চিন্তায় পড়ে গেল। হরেন মণ্ডলের মুখে দুঃশ্চিন্তার ছাপ দেখা দিল। সকলেই ভাবতে লাগল, এখন কি করা যায়!

হঠাৎ হরেন মণ্ডলের মুখে এক চিলতে হাসির রেখা দেখা দিল। সে আপন মনে বিড়বিড় করে বলল, 'কেশববাবু, এই ব্যাটা হরেন মণ্ডল এখনও বেঁচে আছে। মরেনি। 'লাইবেরি' আমি চালাব। চাঁদা তুলব। দরকার হলে সুদে টাকা ধার নেব।' বলতে বলতে তার চোখে জল এসে গেল। সে কাঁদতে কাঁদতেই বলে চলল, 'কেশববাবু, আপনি আমাদের লেখাপড়া শিখিয়েছেন, সাক্ষর বানিয়েছেন। স্বাবলম্বী করেছেন। 'লাইবেরি' আগের মতই চলবে। আমরা চালাব।'

সঙ্গে সঙ্গে সকলে মিলে বলে উঠল, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ। হরেনদাই নতুন 'লাইবেরি' বাবু' হবে!'

কথাটা শুনেই হরেন বলে উঠল, 'কেশববাবু, আর আপনাকে এ নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। লাইবেরি, চরকা আর চাষের ক্ষেত এবার থেকে আমাদের গাঁয়ের মন্দির, মসজিদ আর গির্জা হবে। গান্ধীজির স্বপ্ন আমরা সফল করবই।'

গাঁয়ের মানুষের মনে আত্মবিশ্বাস এল। মনের শক্তি বাড়ল। হরেন মণ্ডল আর 'লাইবেরি' এই দুয়ের সঙ্গে তারা সবসময় থাকবে বলে মনস্থ করল। কেশববাবুকে তারা বিদায় দিতেও রাজি হলো।

হরেন মণ্ডলের 'লাইবেরি'

বিদায় নেবার আগে কেশববাবু হরেন মণ্ডলকে 'লাইবেরি'র সব কাজ বুঝিয়ে দিল। 'লাইবেরি অফিস' কী ভাবে চালাতে হবে। বই কীভাবে রাখতে হবে। বই দেওয়া-নেওয়া কিভাবে করতে হবে। 'রেজিস্টার খাতা'য় কিভাবে লিখতে হবে। সমস্ত কিছু বুঝিয়ে দিয়ে বলল, 'হরেনবাবু, লেখাপড়া জানা কিছু ছেলেমেয়েকে শিখিয়ে পড়িয়ে নেবেন। ওরা আপনাকে সাহায্য করবে!'

এইভাবে একদিন হরেন মণ্ডল 'লাইবেরি বাবু' হয়ে গেল। এক সময় সে একজন অশিক্ষিত, গাঁইয়া চাষী ছিল। 'লাইবেরি'তে এসে ধীরে ধীরে সে লেখাপড়া শিখেছে। 'লাইবেরি' চালানোর কায়দা-কানুন শিখেছে। গাঁয়ের লোক এখন তার নামে 'লাইবেরি'র নতুন নাম রেখেছে— 'হরেন মণ্ডলের লাইবেরি'।

কেশববাবু এ গাঁয়ে এসে চাষ করার কলাকৌশল শিখেছে। সে একজন প্রকৃত কৃষক হয়েই নিজের গাঁয়ে ফিরে গেছে।

হরেন মণ্ডলের 'লাইবেরি' ঠিক-ঠাক চলতে লাগল। হরেন মণ্ডল গাঁয়ে এক নতুন বিশ্বাস নিয়ে এল। একজন অশিক্ষিত গ্রাম্য চাষীও লেখাপড়া শিখে যে কোন ধরণের বড় কাজ করতে পারে। সাক্ষর হয়ে কঠিন সমস্যার মোকাবিলা করতে পারে। সমাধান করতে পারে।

একদিন দেশ স্বাধীন হলো। হরেন মণ্ডলের গাঁ-ও তাতে সামিল হলো। এই রকম বহু গাঁ স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিয়েছিল। হরেন মণ্ডল গান্ধীজির অহিংসা মন্ত্র-কে সামনে রেখে 'লাইবেরি' চালিয়ে গেল।



দেশ স্বাধীন হওয়ার এতদিন পরেও লোকে হরেন মণ্ডলের 'লাইবেরি'র কথা মনে রেখেছে। □